মেহেরপুরে উদ্ধারকৃত অর্ধগলিত লাশের পরিচয় মিলেছে

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর-রঘুনাথপুর মাঠ থেকে উদ্ধারকৃত নারীর নাম মালেকা বেগম (৫৫) বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

সে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নওদা আজমপুর গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের স্ত্রী।

লাশের পাশে থাকা ব্যাগে থেকে উদ্ধারকৃত মোবাইল নং ধরে কল করে তার পরিচয় উদ্ধার করেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম।

ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, মোবাইল ফোনে তার পারিবারের লোকজন জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে পারিবারিক কলহের জের ধরে মালেকা বেগম চলে এসেছে।তারপরেও পরিবারের লোকজন এসে সনাক্ত না করা পর্যন্ত বিষয়টি পরিস্কার করা যাবেনা।

মেহেরপুরের কলাক্ষেত থেকে নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

সদর উপজেলার পিরোজপুর—রঘুনাথপুর মাঠের একটি কলা ক্ষেত থেকে অজ্ঞাত এক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার কেছেন পুলিশ।

আজ শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে স্থানীয় কৃষকরা আমঝুপি—পিরোজপুর রাস্তার পাশে ছটাঙ্গীর মাঠ নামক স্থানের একটি কলা ক্ষেতে মরদেহটি দেখে সদর থানা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করেন।

মরদেহের পাশে একটি ব্যাগ পাওয়া গেছে। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলার একটি এনজিওর কাগজপত্র ও বিভিন্ন ব্যক্তির মোবাইল নং রয়েছে

বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এতথ্য নিশ্চিত করে বলেন নিহতের পরিচয় সনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন ধারণা করা হচ্ছে ৩/৪ দিন আগে মারা গেছেন তিনি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ২ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলার ১ ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আজ শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পৃথক দুটি অভিযানে এই দুইজন আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১০ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১০ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৬ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এসব গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে মাদক ও ডাকাতির মামলায় ৪ আসামি গ্রেফতার

গত ১২ ঘন্টার অভিযানে ৪ ডট মাদকসহ ডাকাতি মামলার ১ আসামিসহ নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

৪ টি মাদক ও ডাকাতি মামলাসহ ৫ টি মামলার আসামি গাংনী উপজেলার কল্ল্যাণপুর গ্রামের সামসুদ্দিনের ছেলে শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শরিফুল ইসলাম এলাকার একজন শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। তার নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পুলিশের দায়ের করা ৪ টি মামলা রয়েছে।

তার নামে দায়ের হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের হওয়া মামলা নং ৯, তারিখ ১৬/১০/১৮, ডাকাতি মামলার সন্দেহভাজন আসামি যার মামলা নং ১/১৪৯, তারিখ ০১/০৭/২০২২

ইং, ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর ৩(খ)/১৯(৪) ধারায় দায়ের করা মামলা নং ২১, তারিখ ২৭/১০/২০২২, একই আইনে দায়ের হওয়া মামলা নং ৯, তারিখ ১৬/১০/২০১৮।

গ্রেফতারকৃত অপর আসামিরা হলেন, মারিমারির অভিযোগে প্রতিপক্ষের দায়ের করা গাংনী থানার মামলা নং ১৮, তারিখ ১৮/০৯/২২ আসামি বাদিয়াপাড়া গ্রামের মৃতু হারেজ আলীর ছেলে আলাদিম হোসেন, অপর একটি মারামারির অভিযোগে দায়ের করা মামলার আসামি একই উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃতু আব্দুস সাত্তারের ছেলে হাসান মিয়া (৫৫) ও শহিদুল ইসলামের ছেলে টুটুল হোসেন।

মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতভর আজ বুধবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ভারতীয় গরুসহ আটক ১

মেহেরপুরে ভারত থেকে চোরাইপথে আনা দুই টি গরুসহ নাহিদ হুসাইন
(৩৩) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম।

মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে সদর উপজেলার সীমান্তবর্তি বাড়িবাঁকা গ্রামের দাশপাড়া এলাকা থেকে চোরাইপথে আনা ২ টি গরুসহ নাহিদ হুসাইনকে আটক করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) হাবিবুর রহমান,

এএসআই শাকিল খানসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে দুটি গরু সহ তাকে আটক করেন। গরু দুইটির আনুমানিক মূল্য দেড় লাখ টাকা বলে জানা গেছে।

এঘটনায় সদর থানা পুলিশ বাদী হয়ে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৪-বি/২৫ ডি ধারায় নাহিদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং ৪৫, তারিখ ২৬/০৯/২০২২ ইং।

মামলার আসামি নাহিদ হুসাইনকে মঙ্গলবার বিকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ইয়াবাসহ যুবক আটক

জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৫০ পিচ ইয়াবাসহ আফাজুল ইসলাম (২৬) এক যুবককে আটক করেছে।

আজ মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের ডলার ব্রিকসের সামনে পাকা রাস্তা থেকে তাকে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আফাজুল ইসলাম শোলমারী গ্রামের ক্যাম্প পাড়া এলাকার তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক(এসআই) জুম্মান খান, এসআই কাজী মহসিন, এএসআই মাসুদ ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

ডিবি পুলিশের ওসি সাইফুল আলম বলেন, ইয়াবার একটি চালান যাচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে সেখানে অভিযান চালিয়ে আফাজুল ইসলা কে ১৬০ পিচ ইয়াবাসহ আটক করা হয়েছে।

ইয়াবাসহ আফাজুল ইসলামকে গ্রেফতারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর

জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ যুবক গ্রেফতার

৩ গ্রাম হেরোইনসহ রাজু আহম্মেদ (২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে সদর উপজেলার চাঁদবীল গ্রামের আনকমন কপি হাউজের সামনে থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে খবর পেয়ে পুলিশের টিমটি তাকে আটক করেন।

আটক রাজু আহম্মেদ সদর উপজেলার চাঁদবীল গ্রামের মৃতু সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুমন আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এসআই সুমন আলী জানান, আনকমন কপি হাউজের সামনে হেরোইন বেচা কেনা হচ্ছে এমন সংবাদের সেখানে অভিযান চালানো হয়। এসময় রাজু আহম্মেদকে আটক করে তার কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটক রাজু আহম্মেদকে আদালতে প্রেরণ করার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ডাকাতি ও চুরি মামলার ২ আসামি গ্রেফতার

গাংনী পুলিশের পৃথক অভিযানে ডাকাতি ও চুরির মামলার দুই আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে রনি আহম্দে ও একই উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের ছুরমান আলীর ছেলে নুরুল ইসলাম।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম গতকাল রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামি গ্রেফতার করেন।

এদের মধ্যে নুরুল ইসলাম বামন্দী-দেবিপুর সড়কের রাস্তায় গাছ ফেলে গণডাকাতির মামলার সন্দেহভাজন আসামি ও রনি আহমেদ কাজিপুর এলাকার একটি চুরির মামলার আসামি।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে বামন্দী-দেবিপুর সড়কে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় বামন্দী পশ্চিমপাড়া এলাকার ফজলুর রহমানের ছেলে রনি বাদী হয়ে ১০/১২ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ৩৬. তারিখ ২৫/০৯/২০২২ ইং। এমামলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে নুরুল ইসলামকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করেন।
এছাড়া রনি আহমেদ গাংনী থানার মামলা নং ২৫, তারিখ ২৫/০৯/২০২২ মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে রোগীর পেটে কাঁচি রাখার দায়ে ডাক্তার জেল হাজতে

বাচেনা খাতুন নামের এক রোগির পেটে (সিজারিয়ান) কাঁচি রাখার অভিযোগে আনীত মামলায় মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকের স্বত্ত্বাধিকারী ডাক্তার পারভিয়াস হোসেন রাজার জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রোববার(২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মোঃ তারিক হাসান ডাক্তার রাজার জামিন না মঞ্জুর করেন।

জানা গেছে, ২০০২ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার নওদা হাপানিয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুল হামিদের স্ত্রী গৃহবধু বাচেনা খাতুন পিত্তথলির অপারেশন করেন গাংনীর রাজা ক্লিনিকে। বাচেনা খাতুনের অপারেশন করেন চিকিৎসক মিজানুর রহমান। তার সহকারী হিসেবে ছিলেন ডাক্তার পারভিয়াস হোসেন রাজা ও অ্যানেস্থেসিয়া করেন ডা. তাপস কুমার।

অপারেশনের এক সপ্তাহ পর বাচেনা খাতুনকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে ক্লিনিক থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু পেটে ব্যথা ভাল না হওয়া ২০ বছর যাবত পেটের যন্ত্রনা নিয়ে ঘুরেছেন বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিতে বিক্রি করেছেন ভিটেমাটিও সহায় সম্বল।

অবশেষে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক্স-রে করানোর সময় তার পেটে সন্ধান পাওয়া যায় অপারেশনকালে ডাক্তারের রেখে দেওয়া(সিজারিয়ান) কাঁচির। বিষয়টি জানা জানি হলে ডা. রাজা বাচেনাকে চুয়াডাঙ্গা সরকারী হাসপাতালে অপারেশন করান। বের করা হয় ২০ বছর আগের রেখে যাওয়া কাঁচি।

মেহেরপুর আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিক হাসান স্বপ্রনোদিত হয়ে একটি মামলা করেন ও মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) অপু সারোয়ারকে ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশ দেন। সেই সাথে ঘটনা তদন্তে সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকীকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বলা হয়।

অপরদিকে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ঘটনা তদন্তে গত ৫ জানুযারী গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো: আশরাফুজ্জামান লিটনকে প্রধান ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারী মো: ফজলুর রহমান, মেহেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসক ফয়সাল হারুনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি চিকিৎসক মিজানুর রহমানকে প্রধান আসামী করে প্রতিবেদন জমা দেন। অন্যান্য আসামীরা হচ্ছেন- অ্যানেস্থেসিয়া ডা. তাপস কুমার ও ডা. পারভিয়াস হোসেন রাজা।

আজ রোববার দুপুরে অভিযুক্তরা আদালতে জামিন নিতে গেলে আদালত ডা, মিজানুর রহমান ও ডা, তাপস কুমারকে জামিন প্রদান করলেও ডা, রাজার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখঃ ভৃক্তভোগী বাচেনাকে নিয়ে বিভিন্ন গত ৩ জানুয়ারী ২০২২ ইং তারিখে সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং ৫ জানুয়ারী আদালত স্বপ্রনোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলায় তিন জনকে আসামী করা হয়েছিল।